W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 21/ WBHRC/SMC/2019

Date: 13. 02. 2019

Enclosed is the news clipping appeared in the ' Eaisamaya', a Bengali daily dated 13. 02. 2019, the news item is captioned ' ভয়াবহ আগুনে থমকাল এক্সপ্রেসওয়ে'.

DG-Fire And Emergency Services West Bengal is directed to look into the matter and to furnish a report by 20th March, 2019.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

14/2/2019

( Naparajit Mukherjee )
Member

( M.S. Dwivedy )
Member

# ভয়াবহ আগুনে থমকাল এক্সপ্রেসওয়ে

**এই সময়, ডানলপ:** ভয়াবহ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল ডানলপের নর্দার্ন পার্ক সংলগ্ন বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের ধারের শতাধিক ঝুপড়ি। ঘরহারা কয়েকশো মানুষ। আগুনের হলকায় সংলগ্ন কয়েকটি বহুতলের ফ্ল্যাট পুড়ে গিয়েছে। তবে সেখানকার বাসিন্দাদের নিরাপদে বের করে আনা হয়। আগুনের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন দুই মন্ত্রী, জেলাশাসক ও দুই পুরপ্রধান।

মঙ্গলবার সকাল দশটা নাগাদ বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের দক্ষিণেশ্বরমুখী রাস্তার ঢালে গড়ে ওঠা ওই ঝুপড়ি থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। আশপাশ থেকে লোকজন

**ডানলপ**

ছুটে আসেন। এলাকার একটি ক্লাবের সদস্য বিলে সাহা বলেন, 'সকলকে বের করে আনার চেষ্টা করি।' বালি ব্রিজ থেকেও কালো ধোঁয়া নজরে পড়ে। ১২টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় ঘণ্টা তিনেকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

প্রাথমিক ভাবে স্থানীয়রাই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। ঝুপড়ির বাসিন্দাদেরও দ্রুত বের করে আনার চেষ্টা হয়। এর মধ্যেই বেড়ে যায় আগুন। হাওয়ায় আগুনের হলকা যায় মাত্র কয়েক ফুট দূরে থাকা কয়েকটি বহুতল আবাসনের উপরে। কয়েকটি ফ্ল্যাটও পুড়ে যায়। দ্রুত সেখানকার বাসিন্দাদের নামিয়ে আনা হয়। আবাসনের এক বৃদ্ধ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

মূলত প্লাস্টিক ও ভাঙা জিনিসপত্র কুড়নোর কাজ করেন ঝুপড়ির বাসিন্দারা। এলাকায় স্তূপাকার করে রাখা ভাঙা প্লাস্টিক ও অন্যান্য জিনিস নজরে এসেছে। সারিকুল ইসলাম নামে এক ঝুপড়িবাসী বলেন, 'ঘরে কেউ ছিল না। আগুন লেগেছে শুনে ছুটে এসে দেখি সব পুড়ে গিয়েছে। জমি কিনব বলে লাখ দেড়েক টাকা জমিয়ে ছিলাম। কিছু আর নেই।' কাজ থেকে ছুটে এসে নয়ন সাহাও দেখেন ঘর পুড়ে ছাই। বুক চাপড়ে কাঁদতে থাকেন তিনি। বছর তিনেকের মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে ঝলসেছে তসলিমা বিবির মুখ। মুসলিমা বিবি ও মঞ্জিলা বিবি বাড়ির ছোটদের নিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বরাহনগর রোড স্টেশনে। বাচ্চাদের গায়ে দেওয়ার একটাও জামা আর নেই। স্থানীয় যুবক স্নেহাশিস শূর আবাসনের অন্তত বারোজন বাসিন্দাকে নামিয়ে এনেছেন নীচে। আগুনে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর বইপত্র-সহ সব জিনিস পুড়ে গিয়েছে। তবে তার আগে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে গিয়ছিল শান্তনু সোনার নামের ওই পরীক্ষার্থী। তবে তার বইপত্রের ব্যবস্থা করা হচ্ছে প্রশাসনের তরফে।

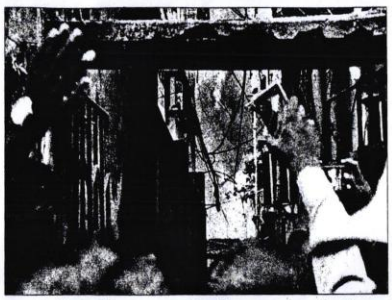

দমকলকে একসঙ্গে ঝুপড়ি ও বহুতলের আগুনের সঙ্গে যুঝতে হয়েছে। সাহায্য করেন এলাকাবাসীরা। সুনীল পারলিয়াল নামে সুরাটের এক বাসিন্দার বন্ধ ঘরের জানলার কাচ ফেটে আগুন লেগে যায় ফ্ল্যাটে। দমকল কর্মীরা ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে আগুন নেভান। দমদম বিমানবন্দর থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের ওই অংশ দিয়ে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে ব্যাপক যানজট হয়। ঝুপড়ির বাসিন্দারা প্রাণপণে নিজেদের ঘরের জিনিস বাঁচানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় অনেকেই তেমন কিছু উদ্ধার করতে পারেননি। আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসার পরে ছাইয়ের মধ্যে নিজেদের জিনিস হাতড়ে বেড়ান অনেকে। ঝুপড়ির বাসিন্দা রিনা বর নামে দশম শ্রেণির এক ছাত্রী আচমকা আগুন লাগায় ঘর থেকে দিদির দু'মাসের সন্তানকে কোলে নিয়ে কোনওক্রমে বেরিয়ে আসে। তবে বইপত্র বাঁচাতে পারেনি।

ঘটনাস্থলে পৌঁছন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, স্থানীয় বিধায়ক ও মন্ত্রী তাপস রায়। যান উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক অন্তরা আচার্য, কামারহাটি ও বরাহনগরের দুই পুরপ্রধান গোপাল সাহা ও অপর্ণা মৌলিক। অপর্ণা বলেন, 'বাসিন্দাদের সাময়িক ভাবে বিকেসি কলেজের কর্মচারীদের ফাঁকা আবাসনে রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' ঝুপড়ির বাসিন্দাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেন স্থানীয়রাই। আবাসনের ক্ষতিগ্রস্তদের জন্যও লঙ্গরখানা খুলে খিচুড়ি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।




পুড়ে ছাই দক্ষিণেশ্বরমুখী রাস্তার ধারের বস্তি। ক্ষতিগ্রস্ত লাগোয়া কয়েকটি ফ্ল্যাটও। মঙ্গলবার —শুভ্রজিৎ চন্দ্র